ইত্তেফাক
১৬/০৭/০৯

ভাবনা

জাতীয় উৎপাদনশীলতায় বেসরকারি খাত

ড. এম আজিজুর রহমান

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবাখাত, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গৃহায়ণ ও প্রযুক্তি সবকিছুরই গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ একটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও চিত্তবিনোদনসহ অনেক কিছুরই প্রয়োজন। এগুলোর উৎপাদনের উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসে সরকারি ও বেসরকারিখাত। সরকারি ও বেসরকারিখাত যৌথভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে অংশিদারী হয়। বিশ্বায়নের আধুনিক এ যুগে স্পষ্টত আমরা দেখতে পাই জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয়-উন্নতি সবকিছুই পরিসংখ্যানগতভাবে বাস্তবে বেসরকারিখাতের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভরশীল। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বেসরকারিখাতের উদ্যোক্তাদের সফল প্রচেষ্টার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বিশ্বের সবগুলো দেশ যেমন-চীন, রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপিয় দেশগুলো,দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, মিশর, ইরান, মালয়েশিয়া, ভারতের কিয়দংশ-দিল্লী, বোম্বে ও মাদ্রাজসহ বিভিন্ন দেশ অনুৎপাদনশীল সাম্যবাদী নীতিমালা পরিহার করে বেসরকারিখাতে উৎপাদনশীল নীতিমালা গ্রহণ করছে। এসবের বিশিষ্ট কারণ নিম্নরূপঃ বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হতে পারে ব্যক্তি-মানুষ, একাধিক ব্যক্তিবর্গ, কোন সংস্থা বা সমিতি, কোন বেসরকারি সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ইত্যাদি। সীমিতসংখ্যক সদস্য মালিকানা হলে তাকে বলে লিমিটেড কোম্পানি। আর অধিকসংখ্যক মালিকানা থাকলে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকমের হয় যেমন-পূর্ণ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সবকিছুই ঘুরে ফিরে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। উৎপাদনমুখী বা সেবামূলক যাই হোক, সত্যিকার অর্থে প্রকৃত মালিকানা বলতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট মালিকদেরই বোঝায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার। Innate or inherent sense-এ অর্থাৎ অন্তর্নিহিত অর্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোন মালিকই থাকে না। প্রকৃত অর্থে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক মালিক থাকে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ যেকোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধির মূলে অন্তর্নিহিত মূলমন্ত্র হচ্ছে ঝুঁকিগ্রহণ ও ঝুঁকিবহন। স্বভাবতই বলা হয় Higher is the risk, higher is the return। অর্থাৎ যত ঝুঁকি তত লাভ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকগোষ্ঠী সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়ে থাকে। তারা ঝুঁকি প্রতিরোধকল্পে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে এবং ব্যবসায় সাফল্য অর্জন করে। বেসরকারিখাতে সাফল্য অর্জনকারীকে বলা হয় ঝুঁকিপ্রেমিক বা Risk lover। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ঝুঁকিবিহীন নয় তবে সেখানে ঝুঁকি প্রতিরোধের কোন সচেষ্টা বা সক্রিয় দায়-দায়িত্ব থাকে না। সমস্যা প্রকৃত মালিকানার অভাব অর্থাৎ সরকারি মালিক মানেই প্রকৃত অর্থে কোন মালিক নেই। সরকারিখাতে মালিক হিসেবে অতি সচেষ্ট, যত্নশীল, ঝুঁকি প্রতিরোধের উপায়ন্তরের পরিবেশ সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। এ সমস্যাকে বলে Free riders problem । কোন এক ব্যক্তি ঘোড়া ক্রয় করলে যে- কোন ব্যক্তি সেই ঘোড়ায় চড়ার সুযোগ পায়। অর্থাৎ সবাইকে ঘোড়া ক্রয় বা লালন-পালনে ঝুঁকি নিতে হয় না। Adam Smith কে অর্থনীতির পিতা বলা হয়। Adam Smith-এর অদৃশ্য শক্তি ও স্বার্থপরতা তত্ত্বমতে, আমরা যুক্তিসিদ্ধ ও যুক্তিসংগতভাবে স্বার্থপর। স্বার্থপরতার কারণে আমরা চেষ্টা করি নিজের স্ত্রী, পুত্রসহ পরিবারবর্গের সামগ্রিক কল্যাণার্থে প্রচুর পরিশ্রম করতে। এর ফলশ্রুতি হিসেবে প্রতিবেশী, সমাজ, দেশ ও দশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকৃত হয়। আমার প্রতিষ্ঠান আমার একটি সন্তান, যার ভালমন্দের সম্পূর্ণটাই আমার বেসরকারিখাতের উন্নয়ন ও স্বার্থকতার চাবিকাঠি হিসেবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে অবদান রাখে তা হল দক্ষ ও উৎপাদনশীল ব্যবস্থাপনা, আইন, নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা রক্ষা, যোগ্য লোকের নিয়োগ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা ইত্যাদি। ব্যবস্থাপনা ও এর নিবিড় তদারকি কতিপয় বা সীমিত মালিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যারা শিল্পখাতে অনেক বড় ধরনের ঝুঁকি নেয়। তারা বিনিয়োগের সুষ্ঠু Plan বা পরিকল্পনা ফলপ্রসূভাবে সময়মত দক্ষতার সাথে প্রয়োগের স্বার্থে খুব Rough & Tough হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার কারণে এসব জায়গায় কোন লেজুরবৃত্তি রাজনীতি, কাজে ফাঁকি দেওয়া কাজ না করে বেতন নেয়া, অযথা সংগ্রাম, বড় ধরনের কোন দুর্নীতির মাধ্যমে কোম্পানীর ক্ষতিসাধন কোন কিছুই তেমনভাবে সম্ভব নয় বিধায় বেসরকারিখাত ধীরগতিতে হলেও উৎপাদনশীল ও টেকসই হয়ে উঠে।

বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শুধু যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেয়া হয়। অবাঞ্ছিত দুর্নীতির কারণে কোন কিছুরই অপচয় হয় না। বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান লাভজনক বিধায় কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমী হবার পরিবেশ গড়ে উঠে ও তাদের আরো উৎপাদনশীল হতে বিভিন্ন ধরনের Incentive বা উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়া হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই যা অনুমেয় তা হল Ownership does not matter। মালিক সরকার না বেসরকারিখাত এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং সৃশৃঙ্খলভাবে Tax প্রদানের মাধ্যমে সরকারের Tax revenue বাড়িয়ে জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন করে দেশ, দশ ও জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ও একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা। যার বাস্তব উৎস হল বেসরকারিখাতের উন্নয়ন। বেসরকারিখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার মান অনেক উন্নত। এসবের কারণ হিসেবে ওপরে আমরা যা উল্লেখ করেছি তা হল বেসরকারিখাতের Risk taking & risk loving বৈশিষ্ট্য। Adam Smith এর Invisible hand এবং Self-interest তত্ত্বমতে প্রকৃত মালিকানা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা আছে কীনা, শ্রমিকদের অবদান উচ্চ বেতন ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে Dignity of lobor বা শ্রমের মর্যাদার নিশ্চয়তা প্রদান, যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ, জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা প্রদান, দুর্নীতি ও রাজনীতিমুক্ত কাজের পরিবেশ, কঠোর ও নিবিড় তদারকি এবং নিয়মনীতি পালন ইত্যাদি সবকিছু মিলে বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কঠোর পরিশ্রমী হবার পরিবেশ সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা অর্জন, দেশজ মোট উৎপাদনে বেশি করে অবদান রাখা এবং জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যার সামগ্রীক সফলতা বেশি করে আসে বেসরকারিখাতের উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে।

[লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি]